



## 1319 - ডায়াবটেকিস রোগীর রোযা রাখার হুকুম এবং তার জন্য কখন রোযা ভাঙা জায়বে

### প্রশ্ন

আমি ১৪ বছর যাবৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে ডায়াবটেকিস রোগে ভুগছি। এটি এমন ডায়াবটেকিস যার কারণে ইনসুলিনি নয়ো লাগে না। আমি কোন ঔষধ খাই না। কিন্তু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিও কিছু ব্যায়াম করি; যাতায়ে করে ডায়াবটেকিস এর মাত্রা যথাযথ সীমাতে থাকে। গত রমযান মাসে আমি কিছুদিন রোযা রেখেছি। তবে সব রোযা রাখতে পারিনি; সুগার মাত্রাতরিক্ত কমে যাওয়ার কারণে। তবে, এখন আমি অনুভব করছি যে, আলহামদু লিল্লাহ আমার অবস্থা আগরে চেয়ে ভাল। কিন্তু রোযা রাখলে আমার মাথায় ব্যথ্যা হয়।

আমার রোগের অবস্থা যটোই হোক না কনে আমার উপর রোযা রাখা কি অবধারতি?

রোযা অবস্থায় আমি কি রক্তে সুগারের পরমাণ পরীক্ষা করতে পারব (যহেতে আঙুল থেকে রক্ত নয়ো লাগে)?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোগীর জন্য রমযানের রোযা না-রাখা শরয়িত অনুমোদতি; যদি রোযা রাখলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হয় কিংবা কষ্ট হয় কিংবা রোগীর যদি দিনের বেলায় ট্যাবলেটে ও পানীয় কিংবা সবেন জাতীয় অন্য কোন কোন ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনগুলোতে সে সংখ্যা পূরণ করবে।" এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যতোবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন।" অপর এক বর্ণনায় এসছে যে, "যতোবে তিনি তাঁর ফরজকৃত আমলগুলো পালন করাকে পছন্দ করেন।" [আলাবানী "ইরওয়াউল গালিলি" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন]"

পরীক্ষা করার জন্য রগ থেকে যে রক্ত নেওয়া হয় সঠিক মতানুযায়ী এতে করে রোযা ভাঙ হব না। তবে বেশি রক্ত নেওয়া হলে উত্তম হল রাত্রে নয়ো। যদি দিনের বেলায় নতি হয় সক্ষেত্রে সতরকতাপূরণ অভিমত হল উক্ত রোযাটির কাযা পালন করা; যহেতে রক্ত নয়ো শিংগা লাগানের সাথে সাদৃশ্যপূরণ। [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়া ফাতাওয়া ইসলামিয়া (খণ্ড-২; পৃষ্ঠা-১৩৯):

"অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা:



১। রোগো রাখার দ্বারা স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। যমেন- হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা, এ ধরণের অন্যান্য রোগ। এমন রোগীর জন্য রোগো না-রাখা জায়যে হবে না। যদিও কোন কোন আলমে বলেন: "আর যবে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে"[সূরা বাক্বারার, ১৮৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে তার জন্যও জায়যে হবে। তবে আমরা বলব: এ বধিনটির একটি হতে উল্লেখ করা হয়েছে। সটো হল: রোগো না-রাখাটা তার জন্য সহজতর হওয়া। আর যদি রোগো রাখলে সটো তার উপর কোন প্রভাব না ফলে সক্ষেত্রে তার জন্য রোগো না-রাখাটা জায়যে হবে না। বরং তখন রোগো রাখা তার উপর ওয়াজবি।

২। যদি রোগো রাখা তার উপর কষ্টকর হয়; কিন্তু তার জন্য কষ্টকির না হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষত্রে রোগো রাখা মাকবুহ; রোগো না-রাখা সুন্নত।

৩। যদি রোগো রাখা তার জন্য কষ্টকর ও কষ্টকির হয়; যমেন যবে ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত কথিবা ডায়াবটেকিস রোগে আক্রান্ত কথিবা এ ধরণে অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তির জন্য রোগো রাখা হারাম।

"এর মাধ্যমে আমরা কছু ইজতহিদকারী ও অনকে রোগীদরে ভুল জানতে পারি যাদরে রোগো রাখতে কষ্ট হয়; হয়তবো শারীরকি ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোগো ভাঙতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যহেতে তারা আল্লাহর দয়ো বদান্যতাকে গ্রহণ করনেনি এবং তাঁর দয়ো অবকাশকে গ্রহণ করনেনি এবং নিজদেরে কষ্টকিরছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজদেরকে হত্যা করো না।"[সূরা নসিা, আয়াত: ২৯]

[আশ-শারহুল মুমতী (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৪)]